প্রক্ষেপিত বিআরটি ষ্টেশন

প্রক্ষেপিত এয়ারপোর্ট মাল্টিমোডাল হাব

প্রক্ষেপিত টঙ্গী ব্রীজ

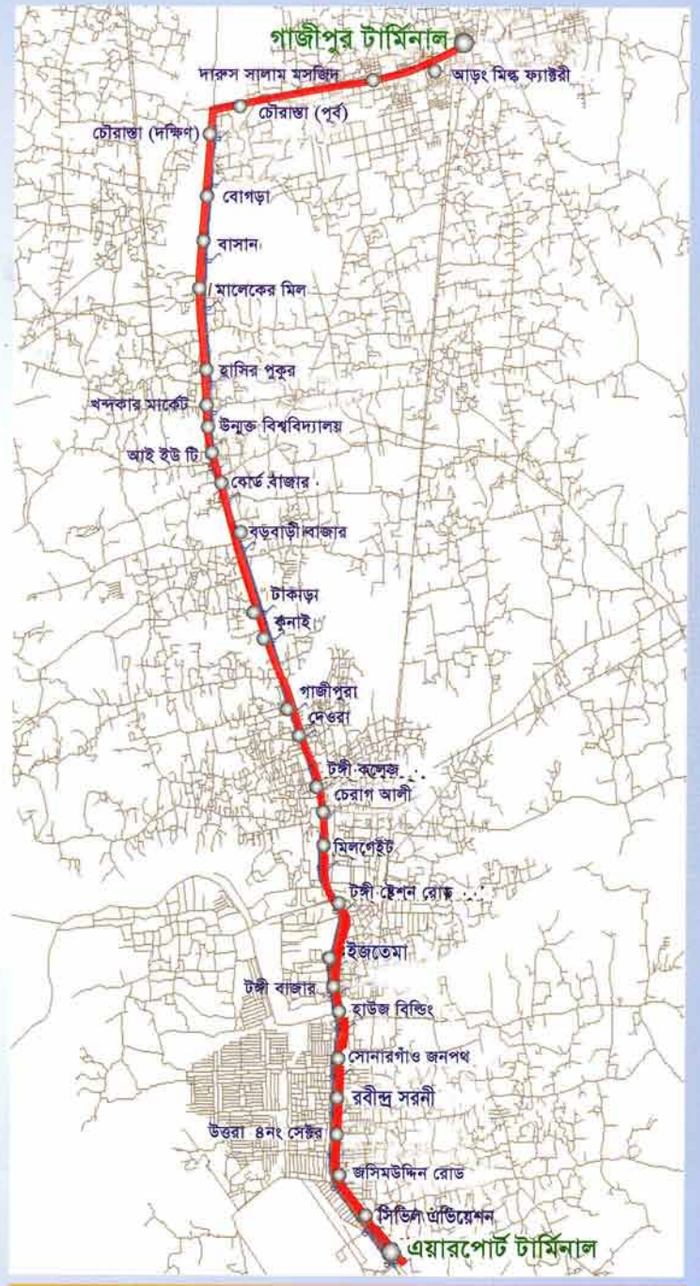

বিআরটি, গাজীপুর-এয়ারপোর্ট করিডোর

বি আর টি স্টেশন

বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট

গাজীপুর-এয়ারপোর্ট

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সড়ক বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

পটভূমি

২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ঢাকা মহানগরীর জনসংখ্যা ১.২ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। এ বিশাল জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন যাতায়াতের ব্যাপক চাহিদার বিপরীতে যোগাযোগ অবকাঠামো ও উপযুক্ত মাধ্যমের অপ্রতুলতার কারণে প্রতিনিয়ত যানজট বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে বাধাগ্রস্ত করছে ও পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। ২০১০ সালে পরিচালিত এক সমীক্ষা অনুযায়ী ঢাকা মহানগরীতে প্রতিদিন যানজটের কারণে যে কর্মঘন্টা অপচয় হয়, তা বছরে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা ক্ষতির সমতুল্য। এ প্রেক্ষাপটে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের যাতায়াত ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য প্রণীত ২০ বছর মেয়াদী কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনার (Strategic Transport Plan) আওতায় ৬টি গণপরিবহন ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়, যার মধ্যে ৩টি বাসভিত্তিক ও ৩টি রেলভিত্তিক।

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকার জনগণের ঢাকা মহানগরীতে যাতায়াত সুবিধা সহজ করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ২০১০ সালে গাজীপুর হতে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত নির্দিষ্ট লেনে বাসভিত্তিক গণপরিবহন ব্যবস্থার প্রাথমিক সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে। উক্ত সমীক্ষা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি, গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য গাজীপুর হতে হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ নির্দিষ্ট লেনে শুধু বিআরটি বাস চলাচলের ব্যবস্থা স্থাপন ও পরিচালনার মাধ্যমে বৃহত্তর ঢাকা নগরীর সাথে গাজীপুর, টঙ্গী ও উত্তরা এলাকায় দ্রুত, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন।

বিআরটি, গাজীপুর-এয়ারপোর্ট প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এটিই হবে ঢাকা ও গাজীপুরের মধ্যে চলাচলকারী প্রথম গণপরিবহন ব্যবস্থা যা প্রতি ঘন্টায় উভয় দিকে ৩০ হাজার যাত্রী পরিবহন করতে পারবে। এ প্রকল্প সমাপ্ত হলে যাত্রী সাধারণ ঢাকা ও গাজীপুরের মধ্যে কম সময়ে ও নিরাপদে যাতায়াত করতে পারবে এবং ব্যক্তিগত গাড়ী ব্যবহারের প্রবণতা কমে আসবে। পরবর্তীতে বিআরটি, এয়ারপোর্ট-ঝিলমিল রুট চালু হলে ঢাকা মহানগরীর উত্তর-দক্ষিণ চলাচল সহজতর হবে এবং যানজট বহুলাংশে কমে আসবে।

বিআরটি, গাজীপুর-এয়ারপোর্ট রুটের পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন ঢাকা বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড (ঢাকা বিআরটি) ইতোমধ্যে গঠিত হয়েছে যার অনুমোদিত মূলধন ৪০০ কোটি টাকা।

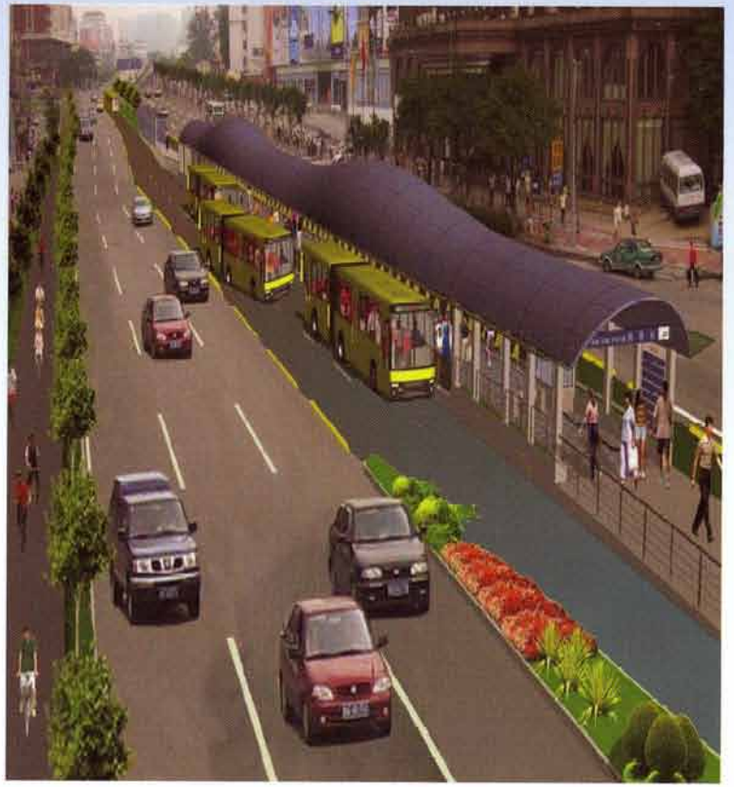

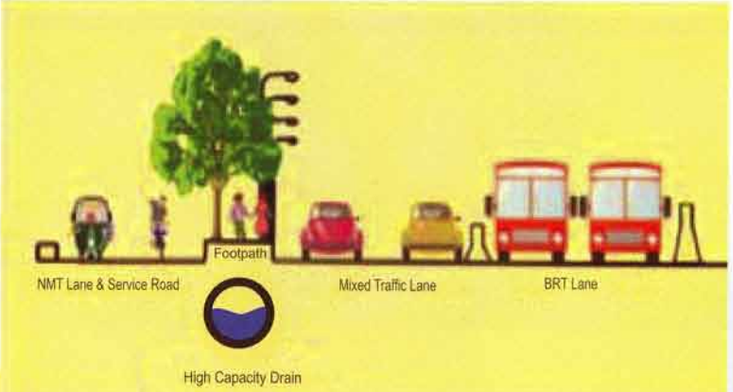

প্রক্ষেপিত বিআরটি লেন

প্রকল্প পরিচিতি

প্রকল্পের নাম	ঃ	গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি,গাজীপুর-এয়ারপোর্ট)
নির্বাহী সংস্থা	ঃ	সড়ক বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
প্রকল্প বাস্তবায়নকারী	ঃ	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
প্রকল্প ব্যয়	ঃ	২০৩৯.৮৫ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য- ১৬৫০.৭০ কোটি টাকা জিওবি- ৩৮৯.১৫ কোটি টাকা
অর্থায়নে	ঃ	Government of Bangladesh Asian Development Bank Agence Francaise de Developpment Global Environmental Facility
পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	ঃ	SMEC International Pty Ltd. and Associates Advanced Logistics Group S.A.U (ALG) and Associates
প্রকল্পের দৈর্ঘ্য	ঃ	২০ কিলোমিটার এ্যাট গ্রেড- ১৫.৫০ কিলোমিটার এলিভেটেড- ৪.৫০ কিলোমিটার
স্টেশন	ঃ	৩১টি
ফ্লাইওভার	ঃ	৭টি
সেতু	ঃ	১টি (৮-লেন বিশিষ্ট টঙ্গী সেতু)
এক্সেস রোড উন্নয়ন	ঃ	১৪১টি
ফুটপাথ	ঃ	২০ কিলোমিটার
বাস ডিপো	ঃ	১টি (গাজীপুর)
মাল্টিমোডাল হাব	ঃ	১টি (বিমানবন্দর রেলস্টেশন সংলগ্ন)
প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	ঃ	ডিসেম্বর ২০১২- ডিসেম্বর ২০১৬